



36567 - যবে ব্যক্তিকোরবানী করতে ইচ্ছুক তনি যা কিছু থেকে বরিত থাকবনে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তিকোরবানী করতে ইচ্ছুক তার জন্যে কি চুল কাটা ও নখ কাটা জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

কোরবানী করতে ইচ্ছুক কটে যদি যলিহজ্জ মাসরে প্রবশে করে; সটো চাঁদ দেখোর মাধ্যমে হোক কথিবা যলিক্বদ মাসরে ৩০ দনি পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে হোক, সে ব্যক্তরি জন্য তার কোরবানীর পশু জবাই করার আগ পর্যন্ত চুল, নখ কথিবা চামড়ার কিছু অংশ কাটা হারাম। যহেতে উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসিএসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন তোমরা যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখবে"। অন্য এক ভাষ্যে "যখন যলিহজ্জেরে (প্রথম) দশক প্রবশে করবে এবং তোমাদের কটে কোরবানী করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে যনে তার চুল ও নখ না কাটে"। [মুসনাদে আহমাদ ও সহহি মুসলমি] অন্য এক ভাষ্যে এসছে যে, "কোরবানী করার আগ পর্যন্ত সে যনে তার চুল ও নখরে কোনে কিছু না কাটে"। অপর এক ভাষ্যে রয়েছে "সে যনে তার চুল ও চামড়ার কোনে কিছুতে হাত না দেয়"। আর যদি সে ব্যক্তি (প্রথম) দশক শুরু হওয়ার পর কোরবানী করার নয়িত করে তাহলে যখন থেকে নয়িত করেছে তখন থেকে এগুলো কাটা থেকে বরিত থাকবে। নয়িত করার আগে এগুলো কটে থাকলে সে জন্য কোনে গুনাহ হবে না।

এ নযিধোজ্জএগর গূঢ় রহস্য হল: কোরবানীকারী ব্যক্তি হাজী সাহবেরে সাথে হজ্জেরে একটিকর্মএ অংশীদার হচ্ছনে। সটো হচ্ছ- পশু জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করা। তাই ইহরামরে কিছু বশেষিট্যেরে ক্ষত্রেরেও তনি হাজীসাহবেরে সাথে অংশ গ্রহণ করছনে। সটো হচ্ছ- চুল ও ইত্যাদি কাটা থেকে বরিত থাকা।

এ বধিানটি কোরবানীকারীর জন্য খাস। পক্ষান্তরে, যার পক্ষ থেকে কোরবানী করা হচ্ছ তার সাথে এ বধিানটি সম্পূক্ত নয়। কোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমাদের কটে যদি কোরবানী করতে ইচ্ছুক হয়" তনি বলেনি যবে, "তার পক্ষ থেকে কোরবানী করা হয়"। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যগণেরে পক্ষ থেকে কোরবানী করছেন। কনিত্ত, এমন কোনে বর্ণনা আসনে যবে, তনি তাদেরকে এগুলো কর্তন করা থেকে বরিত থাকার নরিদশে দিয়েছেন।



এ দলিলের ভিত্তিতে কোরবানীকারীর পরবিররে জন্য যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশকরে দিনগুলোতে চুল, নখ ও চামড়া কর্তন করা জায়যে। আর কোরবানীকারী ব্যক্তি যদি তার চুল, নখ কথিবা চামড়ার কোন কিছু কটে ফলেনে তাহলে তার কর্তব্য হল □ আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং পুনরায় এমন কর্ম না করা; তবে তার উপর কোন কাফফারা বর্তাবে না। তবে এগুলো কর্তন করার কারণে তাকে কোরবানী করা থেকে বারণ করা হবে বিষয়টি এমন নয় □ যমেনটিকিছু কিছু আম মানুষ ধারণা করে থাকনে। আর যদি ভুলবশতঃ কথিবা অজ্ঞতাবশতঃ এগুলো কটে থাকনে কথিবা অনচ্ছা সত্তবেও কোন চুল পড়ে যায় তাহলে এর জন্য সবে ব্যক্তি গুনাহগার হবনে না। আর যদি এগুলো কাটাটা তার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে তিনি এগুলো কাটতে পারনে; এর জন্য তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না। যমেন- কারো নখ ভঙেগে যদি তার কষ্টের কারণ হয় তখন তিনি সবে নখটিকটে ফলেবনে। কথিবা কারো চুল যদি চোখের উপর নমে আসে তাহলে তিনি সবে চুলগুলো কটে ফলেবনে। কথিবা কোন ক্ষতস্থানে চকিত্সার জন্য যদি চুল কাটা প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ক্ষতেরে।